প্রথম আলো

তারিখ ... 20 FEB 2017
পৃষ্ঠা ... ৩ ... কলাম ... 2

ক্ষুদ্র জাতিসত্তার সব শিশু মাতৃভাষায় বই পায়নি

কিছু বিদ্যালয়ে বই গেলেও প্রশিক্ষিত শিক্ষক নেই

নিজস্ব প্রতিবেদক ●

শিক্ষাবর্ষ শুরুর পর দেড় মাস পার হলেও বিভিন্ন এলাকায় এখনো মাতৃভাষায় লেখা বই হাতে পায়নি পাঁচটি ক্ষুদ্র জাতিসত্তার শিশুরা। কোনো কোনো বিদ্যালয়ে এ ধরনের বই গেলেও প্রশিক্ষিত শিক্ষকের অভাবে ঠিকমতো পড়ানো যাচ্ছে না। আবার এসব বইয়ের চাহিদাপত্রে গরমিল রয়েছে।

চলতি শিক্ষাবর্ষ (২০১৭) থেকে চাকমা, মারমা, ত্রিপুরা (ককবরক), গারো এবং ওঁরাও (সাদরি)—এই পাঁচটি ক্ষুদ্র জাতিসত্তার প্রাক্-প্রাথমিক স্তরের শিশুদের মাতৃভাষায় বই দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেয় সরকার। তারই আলোকে বই ছাপার কথা জানায় জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড (এনসিটিবি)।

কিন্তু *প্রথম আলোর* পক্ষ থেকে শেরপুরের নালিতাবাড়ী, চাঁপাইনবাবগঞ্জ ও বান্দরবান এলাকার বিভিন্ন বিদ্যালয় এবং ওই এলাকার জেলা ও উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তাদের সঙ্গে কথা বলে নানা অসংগতির কথা জানা গেছে।

জানতে চাইলে এনসিটিবির সদস্য (পাঠ্যপুস্তক) রতন সিদ্দিকী *প্রথম আলোকে* বলেন, পাঁচটি ক্ষুদ্র জাতিসত্তার শিশুদের মাতৃভাষায় ২৪ হাজার ৬৪২টি বই ছাপিয়ে তাঁরা উপজেলা পর্যায়ে পাঠিয়েছেন। তবে কোনো কোনো জায়গা থেকে বই না পাওয়ার অভিযোগ পেয়েছেন। কারণটা তাঁদের কাছে অজ্ঞাত মনে হচ্ছে।

নালিতাবাড়ী (শেরপুর) **প্রতিনিধি** জানান, সেখানকার গারো জাতিসত্তার শিশুরা ১৮ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত মাতৃভাষায় লেখা বই পায়নি। উপজেলার বারমারী সাধুলিও সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক রেমন ম্রং মুঠোফোনে *প্রথম আলোকে* বলেন, গতকাল রোববার জেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তার কার্যালয় থেকে বই আনা হয়েছে। আজ সোমবার শিশুদের বই দেওয়া হবে।

প্রথম আলোর **বান্দরবান প্রতিনিধি** জানিয়েছেন, চাকমা ও ত্রিপুরা জাতিসত্তার শিশুরা এখনো বই পায়নি। গত ১৫ জানুয়ারি বান্দরবানের বঙ্গবন্ধু মুক্তমঞ্চে পার্বত্য চট্টগ্রামবিষয়ক প্রতিমন্ত্রী বীর বাহাদুর উশৈসিং মাতৃভাষায় লেখা পাঠ্যবই বিতরণ উদ্বোধন করেন। কিন্তু তখনো পাঠ্যবই না আসায় তিনি চাকমা ও মারমা শিশুদের হাতে শিক্ষক সহায়িকা তুলে দিয়েছিলেন।

বান্দরবানের ভারপ্রাপ্ত জেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা রিটন বড়ুয়া বলেন, ২৬ জানুয়ারি মারমা শিশুদের জন্য ৭৮৪ সেট বই পাওয়া গেছে। চাকমা ভাষার পাঠ্যবই পাওয়া না গেলেও পাঁচ সেট শিক্ষক সহায়িকা পাওয়া গেছে। ত্রিপুরা শিশুদের জন্য কিছুই পাওয়া যায়নি।

১৩ ফেব্রুয়ারি জেলা শহরের ডনকসকো সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, উজানিপাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রাক্-প্রাথমিকের শিক্ষিকা সাইমেনু মারমা ও ডকিপ্রু মারমা বলেছেন, তাঁরা মারমা হরফে লিখতে ও পড়তে পারেন না। প্রশিক্ষণ ছাড়া তাঁরা পাঠদান করাতে পারবেন না।

প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর ও তিন পার্বত্য জেলা পরিষদ থেকে শিক্ষক প্রশিক্ষণের প্রস্তুতি নেওয়া হয়নি। অন্যদিকে এ ধরনের পাঠ্যবইয়ের চাহিদাপত্রের সঙ্গে বাস্তবতার মিল নেই। বান্দরবানে প্রাক্-প্রাথমিকে ২১ হাজার ১২৬টি শিশুর মধ্যে চাহিদাপত্রে ৫ হাজার ১২১ জন চাকমা, মারমা ও ত্রিপুরা শিশু দেখানো হয়েছে। আবার রাঙামাটির নানিয়ারচর উপজেলায় সাঁওতাল ও খাগড়াছড়িতে গারো শিশুর জন্য পাঠ্যবইয়ের চাহিদা দেওয়া হলেও সেখানে গারো ও সাঁওতালের বসবাস নেই।

ভাষার মাস

চাহিদাই দেওয়া হয়নি

চাঁপাইনবাবগঞ্জ থেকে *প্রথম আলোর* **নিজস্ব প্রতিবেদক** জানিয়েছেন, সাদরি জাতিসত্তার বেশি বসবাস রাজশাহী, চাঁপাইনবাবগঞ্জসহ উত্তরাঞ্চলে। কিন্তু চাঁপাইনবাবগঞ্জের গোমস্তাপুর উপজেলার বেগুনবাড়ি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক আকলিমা খাতুন, নাচোল উপজেলার ফুলকুঁড়ি নবযুগ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক নিতাই চন্দ্র বর্মণ ও বরেন্দা লালজাদ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক আতাউর রহমান গত শনিবার *প্রথম আলোকে* বলেন, এ-সংক্রান্ত নির্দেশ না পাওয়ায় তাঁরা সাদরি ভাষার শিশুদের বইয়ের চাহিদা পাঠাননি। এ ছাড়া তাঁদের বিদ্যালয়ের আওতাভুক্ত এলাকায় ক্ষুদ্র জাতিসত্তার ওরাও, মুন্ডা, মাহাতোরা বসবাস করলেও তাদের ভাষার নাম যে সাদরি—এটাও জানা ছিল না। শিক্ষা কর্মকর্তাও তাদের কাছ থেকে সাদরিভাষী শিশুদের বইয়ের চাহিদা চেয়ে পাঠাননি। গোমস্তাপুর উপজেলার সহকারী শিক্ষা কর্মকর্তা আব্দুল গাফফার বলেন, সাদরিভাষী জনগোষ্ঠী সম্পর্কে ধারণা না থাকার কারণে প্রতিবেদনে বইয়ের চাহিদা পাঠানো হয়নি। জেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা আব্দুল কাদের *প্রথম আলোকে* বলেন, মাঠ থেকে বইয়ের চাহিদা না আসায় তা ওপরে পাঠানো হয়নি।

সাঁওতাল ভাষার পাঠ্যপুস্তক হয়নি

এনসিটিবির হিসাবে দেশে ৩৭টি ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী থাকলেও বেশির ভাগেরই নিজস্ব লিপি নেই। সাঁওতালদের নিজস্ব লিপি না থাকায় পাঠ্যপুস্তক প্রণয়নের ক্ষেত্রে কোন লিপি গ্রহণ করা হবে, তা নিয়ে দ্বিধাবিভক্তি দেখা দেয়। একটি পক্ষ বাংলা লিপি গ্রহণের পক্ষপাতী হলেও আরেকটি পক্ষ রোমান হরফ নেওয়ার পক্ষে অবস্থান নেয়। এই বিরোধের নিষ্পত্তি না হওয়ায় এবার সাঁওতাল ভাষার পাঠ্যপুস্তক বের করা সম্ভব হয়নি।